সিলেটে র‌্যাবের নির্যাতনের শিকার সাংবাদিক নূর আহমেদঃ পেশায় ফিরতে বাধা

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৭ এপ্রিল ২০০৭ র‌্যাব-৯-এর সদস্যরা দৈনিক সিলেট প্রতিদিন-এর সম্পাদক ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নূর আহমেদকে গ্রেপ্তার করে তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালান এবং শেষে একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়েরপূর্বক তাঁকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন বলে সাংবাদিক নূর আহমেদ জানিয়েছেন। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ জামিনে মুক্তি পেলেও নির্যাতনে গুরুতর আহত সাংবাদিক নূর আহমেদ র‌্যাবের হুমকির কারণে এখনো তাঁর পেশায় ফিরতে পারেননি।

২০০৮ এর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিলেট প্রেসক্লাবের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ৭ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরেজমিনে ঘটনাটির ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নির্যাতিত ব্যক্তি
- গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী
- সংশ্লিষ্ট চাঁদাবাজি মামলার বাদী এবং
- সংশ্লিষ্ট আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

নূর আহমেদ (৪১), ৬৭/এ পল্লবী আবাসিক এলাকা, পশ্চিম পাঠানটুলা, সিলেট

নূর আহমেদ অধিকারকে জানান, ৭ এপ্রিল ২০০৭ তিনি জিন্দাবাজারের কানিজ প্লাজার দ্বিতীয় তলায় দৈনিক সিলেট প্রতিদিন পত্রিকার অফিসে কাজ করছিলেন। তিনি বলেন, রাত ৯.০০টার দিকে অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে ফোনে তাঁকে জানানো হয়, র‌্যাব-৯-এর একজন কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য গেটে অপেক্ষা করছেন। প্রায় ১০ মিনিট পর তিনি গেটে গিয়ে দেখতে পান, তাঁর পূর্ব-পরিচিত র‌্যাব-৯-এর কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ ও ক্যাপ্টেন আল-আমিন এবং সাদা পোশাকধারী ৬/৭জন লোক একটি সাদা মাইক্রোবাস নিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ তাঁকে বলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর কথা আছে এবং সেজন্য তিনি তাঁকে তাঁদের সঙ্গে র‌্যাব অফিসে যেতে বলেন। কোন কারণ ছাড়া তিনি সেখানে যেতে না চাইলে এক পর্যায়ে তাঁরা জোরপূর্বক তাঁকে গাড়ীতে তোলেন। তিনি বলেন, গাড়ীতে তুলে র‌্যাব সদস্যরা তাঁর গেঞ্জি খুলে ওই গেঞ্জি দিয়ে তাঁর চোখ বাঁধেন এবং হাতে হাতকড়া লাগান। প্রায় ৩০ মিনিট পর গাড়ী থামিয়ে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে যান বলে তিনি ধারনা করেন।

নূর আহমেদ বলেন, এর পর তাঁরা কয়েক দফা তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালান। তিনি বলেন, প্রথমে তাঁরা তাঁর পায়ের তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাঠি দিয়ে পেটান। প্রায় ১৫/২০ মিনিট ধরে পেটানোর পর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোথায় কোথায় চাঁদাবাজি করেছেন। তিনি কোথাও চাঁদাবাজি করেননি বলে জানালে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে আবার পেটানো শুরু করেন। তিনি বলেন, এক পর্যায়ে একটি রিংয়ের সঙ্গে দুহাত বেঁধে ঝুলিয়ে তাঁরা তাঁকে পেটান বলে তিনি জানান। তিনি আরো বলেন, এভাবে বিভিন্ন কৌশলে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে পেটান।

তিনি বলেন, রাত ৩.০০টার দিকে চোখ-বাঁধা অবস্থায় হাতকড়া খুলে দিয়ে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ৪/৫ বার ওঠানামা করান। পা ফুলে যাওয়ায় তিনি হাঁটতে পারছিলেন না। পরে তাঁরা তাঁকে একটি কক্ষের ভিতরে নিয়ে ২/৩ মিনিটের জন্য তাঁর চোখের বাঁধন খুলে দেন। তখন তিনি দেখতে পান, একটি টেবিলের পাশে দুটি চেয়ারে ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ ও কমান্ডিং অফিসার ফেরদাউস বসে আছেন। তাঁরা আবারো বিভিন্ন চাঁদাবাজির ঘটনার উল্লেখ করে ওইসব ঘটনায় তাঁর সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ওইসব ঘটনার ব্যাপারে তিনি কিছু বলতে না পারায় তাঁরা চোখ-বাঁধা অবস্থায় আবারো তাঁকে পেটান এবং পেটানোর এক পর্যায়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে যায়।

সাংবাদিক নূর আহমেদ বলেন, ৮ এপ্রিল ২০০৭ সকাল ৭.০০টার দিকে ছোট একটি ঘরে নিয়ে র‌্যাব সদস্যরা তাঁর চোখের বাঁধন খুলে দেন। সকাল ৮.০০টার দিকে চোখ বেঁধে তাঁকে আবার তাঁরা অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যান। কক্ষে নিয়ে চোখ খুলে দিলে তিনি দেখতে পান, ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ ও ক্যাপ্টেন আল-আমিন চেয়ারে বসে আছেন। তাঁরা তাকে একটি চেয়ারে বসিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর পর সারারাতে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি যা বলেছেন, তাঁরা তাঁকে একটি কাগজে তা লিখতে বলেন। তাঁদের কথামত একটি সাদা কাগজে তিনি তাঁর আয়ের উৎস ও পত্রিকা সম্পর্কে লেখেন।

চোখ-বাঁধা অবস্থায় সকাল ১০.০০টার দিকে তাঁকে আবারও অন্য একটি কক্ষে নেয়া হয়। তিনি বলেন, সারারাত নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

দুপুর ২.০০টার দিকে তাঁকে একটি লিখিত কাগজে স্বাক্ষর দিতে বলা হয়। তিনি বলেন, কাগজটিতে কী লেখা ছিল, তা পড়ে দেখার মত শারীরিক সামর্থ্য তখন তাঁর ছিল না।

নূর আহমেদ বলেন, তাঁর নামে একটি চাঁদাবাজি মামলা দায়েরপূর্বক রাত ১১.০০টার দিকে তাঁরা তাঁকে কোতয়ালী থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। মামলা চলাকালে তিনি অসুস্থ অবস্থায় আদালতে হাজিরা দেন। তিনি বলেন, তাঁর পায়ের চিকিৎসার জন্য আদালতের নির্দেশ থাকলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রায় ৪৫ দিন পর কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান।

নূর আহমেদ আরো জানান, নির্যাতনের পর থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি দুই পায়ের পাতা, গোড়ালি এবং হাঁটুতে মাঝে মাঝে প্রচন্ড ব্যাথা অনুভব করেন। এ ছাড়া জামিনে মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পর থেকে তাঁর শ্বাস কষ্ট দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক সঙ্কটের কারণে তিনি প্রয়োনীয় চিকিৎসা নিতে পারছেন না।

তিনি বলেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭ গ্রেপ্তারের পর ১৫ এপ্রিল ২০০৭ র‌্যাব-৯-এর ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (ডিএডি) জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে তাঁর নামে আরো একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করেন। নূর আহমেদ বলেন, প্রথম মামলার অভিযোগ থেকে আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস দেন এবং ডিএডি জামাল উদ্দিন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৭ আদালত তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন।

সিলেট প্রতিদিন পত্রিকায় র‌্যাবের অন্যায় কর্মকাণ্ড ও সিলেটের ডিআইজি শহিদুল্লাহর ঘুষ গ্রহণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে এবং কোন গণমাধ্যম যাতে র‌্যাবের অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ না করে সেজন্য আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে তিনি মনে করেন।

নূর আহমেদ বলেন, তিনি কারাগারে আটক থাকাকালে র‌্যাব-৯-এর পক্ষ থেকে বার বার দৈনিক সিলেট প্রতিদিন পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করতে বলা হয়। তিনি বলেন, একদিন পত্রিকাটির উপদেষ্টা সম্পাদক কারাগারে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে জানান, ১৪ মে ২০০৭ মানবাধিকার সংগঠন অধিকার-এর “চার মাসে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে নিহত ৮৯জন” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হলে ১৫ মে ২০০৭ ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ ও ক্যাপ্টেন আল-আমিন পত্রিকা অফিসে এসে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করার জন্য মৌখিকভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

সজল দাশ (৫২), সিলেট ব্যুরো প্রধান, দৈনিক খবর, কমন মার্কেট, বন্দর বাজার, সিলেট

সজল দাশ বলেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭ সকাল ৯.০০টার দিকে তিনি তাঁর পত্রিকা অফিসে যান। সকাল ১১.০০টার দিকে সাদা পোশাকধারী ৭/৮ জন লোকসহ তাঁর পূর্ব-পরিচিত র‌্যাব-৯-এর ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ এবং ক্যাপ্টেন আল-আমিন তাঁর অফিসে আসেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন-এ কথা বলে ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ তাঁকে তাঁর অফিসের একটি কক্ষে ডেকে নিয়ে যান এবং একটি হলুদ খাম তাঁর হাতে দিয়ে খামটি তাঁর পকেটে রাখতে বলেন। তিনি তা রাখতে অস্বীকার করায় ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ জোর করে খামটি তাঁর পকেটে ঢুকিয়ে দেন এবং এর পর তিনি তাঁর হাতে হাতকড়া লাগান। সজল বলেন, পরিস্থিতি ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই অন্য র‌্যাব সদস্যরা রাস্তা থেকে লোকজন ডেকে এনে তাঁর পকেটের খামটি বের করে তাঁদের দেখিয়ে বলেন, চাঁদার টাকাসহ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এর পর র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে র‌্যাব ৯-এর কার্যালয়ে নিয়ে যান।

সজল বলেন, একটি কক্ষে নিয়ে র‌্যাব সদস্যরা তাঁর হাত দুইটি একটি রিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে বাঁধেন। ঝুলন্ত অবস্থায় প্রায় ৩০মিনিট পেটানোর পর তাঁরা তাঁকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি চাঁদাবাজিতে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করলে তাঁরা তাঁকে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে চোখ বেঁধে পেটান এবং তিনি চাঁদাবাজি করেছেন এই মর্মে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বলেন। এ ছাড়া, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নূর আহমেদ ও যুগভেরীর বার্তা সম্পাদক অপূর্ব শর্মাও চাঁদাবাজির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই মর্মে তাঁরা তাঁকে জবানবন্দি দিতে বলেন। তিনি বলেন, এই বলে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় যে, তাঁরা তাঁকে যেভাবে চাঁদাবাজির ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বলেছেন, সেভাবে যদি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি না দেন, তাহলে তাঁকে আরো পেটানো হবে। রাত ১১.০০টার দিকে র‌্যাব সদস্যরা একটি টেবিলের ওপর কয়েকটি অস্ত্র রেখে তাঁকে অস্ত্রগুলোর পাশে দাঁড় করিয়ে ছবি তোলেন।

তিনি বলেন, রাত ১১.৩০টার দিকে র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে আরেকটি কক্ষে নিয়ে গেলে তিনি দেখতে পান, র‌্যাব সদস্যরা ড্রিল মেশিন দিয়ে একজন লোকের পা ছিদ্র করছে এবং অন্য একজনের হাতের নখ উপড়ে ফেলছে। তাঁদের পাশেই সাংবাদিক নূর আহমেদকে রিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে পেটানো হচ্ছে।

সজল বলেন, ৮ এপ্রিল ২০০৭ রাত ৩.৩০টার দিকে র‌্যাব সদস্যরা তাঁর মাথায় ইলেকট্রিক শক দেন। তিনি বলেন, পিটুনিতে তাঁর বাম পা অবশ হয়ে যায়। পাশেই তিনি অপূর্ব শর্মাকে দেখতে পান। সকাল ৭.০০টার দিকে ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হাইয়ের কাছে নিয়ে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে মিথ্যা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করেন। পরে তাঁর নামে একটি চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করে তাঁকে কোতয়ালী থানার পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

অপূর্ব শর্মা (২৭), বার্তা সম্পাদক, দৈনিক যুগভেরী, সিলেট

অপূর্ব শর্মা বলেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭ রাত ৮.০০টার দিকে অফিস থেকে জানানো হয়, র‍্যাব-৯-এর একজন কর্মকর্তা তাঁকে খুঁজছেন। তিনি বলেন, রাত ৮.৩০টার দিকে অফিসে পৌঁছে তিনি দেখেন, র‍্যাব-৯-এর ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ এবং সাদা পোশাকধারী ৭/৮ জন লোক অফিসের গেটে একটি গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অফিসে প্রবেশের পরও কথা আছে বলে ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ তাঁকে গাড়ীর কাছে ডেকে নিয়ে যান। অপূর্ব বলেন, শেষে তাঁকে র‍্যাবের অফিসে নিয়ে ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ তাঁর ওপর অমানবিক নির্যাতন চালান। ঘটনা সম্পর্কে তিনি আর বিস্তারিত কিছু বলতে রাজী হননি।

ইকবাল সিদ্দিকী, উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক সিলেট প্রতিদিন ও সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি

ইকবাল সিদ্দিকী অধিকারকে বলেন, প্রতিদিনের মত ৭ এপ্রিল ২০০৭ তিনি দৈনিক সিলেট প্রতিদিন-এর অফিসে কাজ করছিলেন। রাত ৮.৩০টার দিকে একদল র‍্যাব সদস্য নূর আহমেদকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান। তিনি এগিয়ে গেলে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে সরিয়ে দেন এবং নূর আহমেদের গ্রেপ্তারের কোন কারণ র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে জানাননি। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা নূর আহমেদের গায়ের গেঞ্জি দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে যান।

ইকবাল বলেন, ৮ এপ্রিল ২০০৭ কোতয়ালী থানায় গিয়ে তিনি খোঁজ নিলে থানা থেকে তাঁকে জানানো হয়, র‍্যাবের পক্ষ থেকে নূর আহমেদ নামে কাউকে তাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। ৯ এপ্রিল ২০০৭ জানতে পারেন, নূর আহমেদকে চাঁদাবাজি মামলায় জড়িয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, কারাগারে নূর আহমেদের সঙ্গে দেখা করার সময় তিনি লক্ষ করেন, র‍্যাব সদস্যদের পিটুনিতে নূর আহমেদের পায়ের আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে গেছে।

মুকতাবিস-উন-নূর, সভাপতি, সিলেট প্রেসক্লাব ও সম্পাদক, দৈনিক জালালাবাদ, সিলেট

মুকতাবিস-উন-নূর বলেন, ৭ এপ্রিল ২০০৭ রাত ১০.০০টার দিকে সাংবাদিকদের মাধ্যমে খবর পান, র‍্যাব সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নূর আহমেদকে ক্যাম্পে নিয়ে গেছে। এর পর নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরো কয়েকজন তাঁকে ফোনে জানায়, চাঁদাবাজির অভিযোগে র‍্যাব সজলকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সজলের স্বীকারোক্তিমতে দৈনিক যুগভেরীর বার্তা সম্পাদককেও র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে।

৮ এপ্রিল ২০০৭ তিনি ফোনে র‍্যাব কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানতে পারেন, আরো কিছু সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তিনি তখন নূর আহমেদের বিষয়টি নিয়ে র‍্যাবের ডিজি এবং সিলেট ডিআইজির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি জানান, সজলের স্বীকারোক্তি মতে ৮ এপ্রিল কোতয়ালী থানায় একটি চাঁদাবাজির মামলা হয়, যে মামলায় নূর আহমেদকেও অভিযুক্ত করা হয়। পরে চাঁদাবাজির মামলাটি অসত্য প্রমানিত হলে ১৫ এপ্রিল ২০০৭ র‍্যাব ৯-এর ডিএডি জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে নূর আহমেদের নামে আরেকটি মামলা করে। ওই মামলায় নূর আহমেদকে আটক রাখা হয়। তিনি জানান, তিনি ও নূর আহমেদ একই নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুকতাবিস-উন-নূর বলেন, ওই ঘটনার পর ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ ও র‍্যাব-৯-এর কমান্ডিং অফিসার ফেরদাউস মৌখিকভাবে তাঁকে বলেছিলেন, নূর আহমেদ যেন আর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদে ফিরে না আসেন। এমনকি সাংবাদিকতা করলেও নূর আহমেদকে বার বার মামলায় জড়িয়ে জেল খাটানো হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এ কারণে তিনি নূর আহমেদকে প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল করছেন না।

মোঃ আফতাব উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, সিলেট প্রেসক্লাব, সিলেট

মোঃ আফতাব উদ্দিন বলেন, সজল ও অপূর্বর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও সৎ ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হিসাবে নূর আহমেদের খ্যাতি রয়েছে।

আফতাব বলেন, সিলেট দুর্নীতি দমন কমিশন অফিস থেকে স্মারক নম্বর ২৫৪ মোতাবেক ৯ আগস্ট ২০০৭ প্রেসক্লাব বরাবর একটি চিঠি আসে, যেখানে বলা হয়, নূর আহমেদ উপজেলা হাসপাতালে স্বাস্থ্যসহকারী পদে চাকুরী করাকালীন সংবাদ পত্রে কাজ করেছেন। এ কারণে দুর্নীতির অভিযোগে নূর আহমেদের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, দুদকের এ চিঠি থেকে বোঝা যায়, চিঠিটি উদ্দেশ্যমুলকভাবে লেখা হয়েছে, কেননা উক্ত আইনের বলে প্রেসক্লাব কখনো কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গহণ করতে পারে না। তিনি বলেন, র‌্যাব ও পুলিশের অন্যায় কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে নূর আহমেদকে পরিকল্পিতভাবে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজ তাঁকে বলেছেন, নূর আহমেদকে যেন আর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে বহাল না করা হয়।

মোঃ আনোয়ারুল হক (৫৫), কালাইরাগ, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট

মোঃ আনোয়ারুল হক অধিকারকে বলেন, তিনি পাথরের ব্যবসা করেন। দৈনিক খবর-এর সিলেট ব্যুরো প্রধান সজল দাশ ও হাকিম নামে দুই সাংবাদিক ২৬ জানুয়ারী ২০০৭ তাঁর সম্পর্কে একটি মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তিনি সজল ও হাকিমের সঙ্গে দেখা করলে তাঁরা তাঁর কাছে এক লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেন। তিনি বলেন, তাঁরা তাঁকে হুমকি দেন যে, চাঁদার টাকা না দিলে তাঁরা তাঁর এবং তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার ফয়জুর রহমানের পাথরের ব্যবসা সম্পর্কে আরো মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করবেন। সংবাদ না ছাপানোর জন্য তিনি তাঁদের এক লাখ টাকা দেন।
২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তাঁরা আবার একই হুমকি দিলে তিনি তাঁদের আরো ১৭ হাজার টাকা দেন।

৬ এপ্রিল ২০০৭ সকাল ১০.০০টার দিকে সজল মোবাইল ফোনে তাঁর কাছে আরো ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবী করেন এবং না দিলে তাঁকে সর্বহারার সদস্য বলে অভিহিত করে সংবাদ ছাপানো হবে বলে হুমকি দেন। আনোয়ারুল বলেন, ওই পরিস্থিতিতে তিনি যশোর সেনানিবাসে কর্মরত তাঁর ভাতিজা কর্নেল ওয়াহিদ তালুকদারকে বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, ওয়াহিদ তাঁকে সিলেটে র‌্যাব-৯-এ যেতে বলেন এবং ফোন করে র‌্যাব কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। ভাতিজার কথামত তিনি র‌্যাব-৯-এ যোগাযোগ করেন এবং র‌্যাব-৯-এর কমান্ডিং অফিসার ফেরদাউসের পরামর্শমত তিনি ওই সাংবাদিকদ্বয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে জানান, তিনি তাঁদের ১০ হাজার টাকা দিতে রাজী আছেন।

৭ এপ্রিল ২০০৭ সকাল ৯.৩০টার দিকে পাঁচ শো টাকার বিশটি নোট নিয়ে তিনি র‌্যাব-৯-এর অফিসে যান। র‌্যাব সদস্যরা টাকার নোটগুলো ফটোকপি করে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দেবজিৎ সিংহকে দিয়ে সত্যায়িত করেন। র‌্যাব সদস্যদের শিখিয়ে দেয়া কথামত তিনি দুপুর ১২.০০টার দিকে বন্দর বাজারে দৈনিক খবর-এর সিলেট অফিসে সজল ও হাকিমকে চাঁদার টাকা দিতে যান। তিনি টাকা দিয়ে অফিস থেকে বের হওয়ার পর সাদা পোশাকে র‌্যাব সদস্যরা ওৎ পেতে থাকেন। র‌্যাবের উপস্থিতি বুঝে হাকিম পালিয়ে গেলেও সজলকে র‌্যাব সদস্যরা টাকাসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেন। র‌্যাবের এসআই নজরুল ইসলাম সজলের দেহ তল্লাসী করে ১০ হাজার টাকা পান যা সত্যায়িত কপির সঙ্গে মিলে যায়। তিনি বলেন, ৮ এপ্রিল ২০০৭ তিনি সজল ও হাকিমকে আসামী করে কোতয়ালী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। আনোয়ারুল বলেন, নূর আহমেদ ও অর্পূব শর্মা তাঁর কাছে কোন চাঁদা চাননি।

<u>মহসিনুল হক কবির, উপ-অধিনায়ক, র‌্যাব-৯, সিলেট</u>

মহসিনুল হক কবির বলেন, চাঁদাবাজির অভিযোগে সজলকে গ্রেপ্তার করার পর সজলের স্বীকারোক্তি মতে অপূর্ব ও নূর আহমেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি বলেন, নূর আহমেদকে আদালত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দিলেও অপূর্ব এবং সজলকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেন। র‌্যাব কর্মকর্তা বলেন, প্রতারণা করা, ভয়ভীতি দেখিয়ে অর্থ আদায় ও সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকাকালে সংবাদপত্রে চাকুরী করার অপরাধে নূর আহমেদের বিরুদ্ধে র‌্যাব-৯-এর ডিএডি জামাল উদ্দিন একটি মামলা দায়ের করেন। তিনি বলেন, মামলাটির নম্বর ৬২; তারিখঃ ১৫ এপ্রিল ২০০৭, ধারাঃ ১৬৮/৪২০/৩৮৫ দণ্ডবিধি। জিজ্ঞাসাবাদের সময় নূর আহমেদকে নির্যাতন করা হয়নি বলে তিনি দাবী করেন।

-সমাপ্ত-